মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে বিজয় দিবস পালন

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালের মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী অফিসার নিখাইল ইসলাম, পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন,পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদসহ পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা যুবলীগের উদ্যোগে বিজয় দিবস পালন

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালের জেলা যুবলীগের উদ্যোগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন,

জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা সহ মেহেরপুর জেলা যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গাংনীর কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও শোভাযাত্রা করেছেন। আজ সকাল ৭ টার সময় স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাসে জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলন করে বিজয় র্যালির সূচনা করেন।

শোভাযাত্রায় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের শত শত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে ব্যান্ড বাজিয়ে আজকের এই বিজয় দিবস উদযাপন করেন। বিজয় র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

শোভাযাত্রা শেষে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্বাধীনতার তীহ নিয়ে ছাত্রীদের মাঝে বক্তব্য রাখেন স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান রেজা। সর্বপরি কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ফলাফল ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় যারা প্রথম,দ্বিতীয়,তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন তাদের কে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান তার ব্যাক্তিগত উদ্যোগে প্রথম স্থান অধিকারী কে ২০০০,দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কে ১৫০০ টাকা ও তৃতীয় স্থান অধিকারী কে ১০০০ টাকা করে পুরস্কৃত করেন।

তিনি জানান, লেখাপড়া ভালো করে করতে পারলে সকলকেই আমি পুরুষ্কৃত করবো। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের কে নিয়ে বিজয় দিবসে যারা জীবন দিয়েছেন সেই সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনাই দোয়া করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন।

মেহেরপুরে কমেছে সবজির দাম

সপ্তাহের শেষে মেহেরপুরের কাঁচাবাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সবজি দ্রব্যাদির দাম কিছুটা কমেছে।

আজ শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) মেহেরপুর বড়বাজারের কাঁচা বাজার আড়ত ঘুরে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি সবজি দাম ১০-২০ টাকা কমেছে।

আলুর দাম গত দুই দিনের তুলনায় কেজি প্রতি পাইকারি ১৫-২০ টাকা ও পেঁয়াজ কেজি প্রতি ২০ টাকা কমেছে।
এছাড়াও পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে সাত টাকা কম দরে ৭৮ টাকায়।

প্রতি কেজি আলু পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি দরে। খুচরা বাজারে পাঁচ টাকা কম দরে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
প্রতি কেজি দেশি রসুনপাইকারি পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ২২০ টাকা, ইন্ডিয়ান রসুন ১৮০ টাকা।

বাজারে কাঁচা ঝাল পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়। প্রতি কেজি আদা পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ২১০ টাকা এবং খুচরা বাজারে ২২০ টাকা কেজি দরে।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারের মোঃ জব্বার জানান, গত দুই সপ্তাহের থেকে কাঁচাবাজারে দাম অনেকটাই কমেছে, অনেক সবজির দামে নরন-চরন নেই।

কেজি দরে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে মাটির আলু এবং কলার। আগামী দিনে আরো কমতে পারে বলেও জানান তিনি।

সবজির বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রতি কেজি কাচ কলা খুচরা বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা, গোল বেগুন ৪৫ টাকা,শীতের সবজি ফুলকপির মূল্য ৪০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা, টমেটো ৭০ টাকা,পাতা কপি ২০ টাকা,পালন শাক ২০ টাকা,সিম ৪০ টাকা,গাজর ৫৫ টাকা,লেবু হালি হিসেবে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এসময় কাঁচা বাজার করতে আসা মোঃ সজিব জানান,গত দুই সপ্তাহে সবজির দামের থেকে এই সপ্তাহে মোটামুটি কম।

ইসমাইল হোসেন বলেন,বাজারের সবকিছুই দাম কম মনে হচ্ছে না। কিছু কিছু সবজির দাম গত সপ্তাহের থেকে ৫-১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আখেরি মোনাজাতে শেষ হলো মেহেরপুরের আঞ্চলিক ইজতেমা

মেহেরপুরের সাবেক সিভিল সার্জন এবং তাবলীগ জামাতের বর্তমান রাজশাহী জেলা আমির ডা. আমিনুল ইসলামের বয়ান ও আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে আজ শেষ হয়েছে মেহেরপুর জেলার তিন দিনব্যাপী আঞ্চলিক ইজতেমা।

আখেরি মোনাজাতে আত্মশুদ্ধি ও নিজ নিজ গুনাহ মাফের পাশাপাশি দুনিয়ার সব বালা-মুসিবত থেকে হেফাজত করার জন্য দুই হাত তুলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে রহমত প্রার্থনা করা হয়।

গত বুধবার ১৩ ডিসেম্বর মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে ফজরের নামাজের পর আম বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিলো তাবলীগ জামাতের আয়োজিত এই আঞ্চলিক ইজতেমার আনুষ্ঠানিকতা। আর আজ শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো সেই আনুষ্ঠানিকতার।

মেহেরপুর জেলা সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা থেকে কয়েক হাজার মুসল্লী সমবেত হয়েছিলেন এবারের ইজতেমা মাঠে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া থেকে ১১ জনসহ ভারত থেকেও কয়েকজন মুসল্লী এসে সমবেত হয়েছেন এই ইজতেমা ময়দানে।

আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে আজ শুক্রবার থেকেই জেলা বিভিন্ন প্রান্ত হতে মাঠে লোকসমাগম শুরু হয। জুমার নামাজের আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুস সালাম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও ইজতেমা মাঠে এসে সমাবেত হন। জুমার নামাজের সময় ইজতেমার মাঠটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। আনুমানিক প্রায় দশ সহস্রাধিক মুসল্লী আখেরি মোনাজাতে অংশ নেন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান জানান, ইজতেমার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিন স্তরের নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছিল। র্যাব ও পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকেও পুলিশ কাজ করছে। এছাড়াও ইজতেমা মাঠ প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা রক্ষায় শতাধিক পুলিশ সদস্য সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।’

মেহেরপুরে শিকড় ৯৭ এর বার্ষিক পুনর্মিলনি ও শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি ১৯৯৭ ব্যাচ ‘শিকড় ৯৭’ এর বন্ধুদের বার্ষিক পুনর্মিলনি ও শতাধিক দুস্থর ম◌াঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিকড় ৯৭ সংগঠনের সভাপতি ডা: কাজল আলী।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজকল্যান বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পুনর্মিলনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান জনি, যুুগ্ম সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রচার সম্পাদক আশেক খান, সহ প্রচার সম্পাদক শাহিন বিশ্বাস, খাদ্য বিষয়ক সম্পাদক মীর সাদিক ওয়াহিদ নিয়ন, সদস্য সন্দিপ কুমার দাস, আবু মো: সালেহ শুভ, জালাল উদ্দিন, নাহিদ রেজা, সদর হাসান নাহিদ: আব্দুল ওয়ালি রাজা, রানা হামিদ, আব্দুস সামাদ প্রমুখ।

এর আগে সকালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেহেরপুর বনাম ঢাকা একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় মেহেরপুর একাদশ ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

মেহেরপুরে বাড়ছে শীতের তীব্রতা, বিপাকে সাধারণ মানুষ

মেহেরপুর সহ সারা দেশে হঠাৎ করেই বেড়েছে শীতের প্রকোপ। তীব্র শীতে জনজীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে মেহেরপুর ও এর আশপাশের অঞ্চল। তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় শুরু হয়েছে মৃদ শৈত্যপ্রবাহ।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ১৫ ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় এ অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হচ্ছে ঘন কুয়াশা ও হিমেল বাতাস। আর এতেই বিপাকে পড়েছে ছিন্নমূল ও সাধারণ মানুষ। সকালে ও সন্ধ্যার পর খড়কুটো জ্বালিয়ে তাপ পোহাচ্ছেন ছিন্নমূল মানুষ। সূর্যের দেখা মিলছে সকাল ৯টার পর। সড়কে কমে গেছে মানুষের চলাচল।

এরপরও শীতকে উপেক্ষা করে কাজের সন্ধানে ছুটছে নিম্ন আয়ের মানুষ। এ ছাড়া গত এক সপ্তাহ ধরে শীতের প্রকোপ বাড়ায় বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগও। বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধদের ডাইরিয়া ও জ্বর-সর্দি বেড়েছে বলে দেখা গেছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ঘুরে।

গ্রাম-গঞ্জ থেকে কাজের সন্ধানে মেহেরপুরে আসা দিন মজুরের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। এদের মধ্যে হাসেম, জয়নাল, ইজারুল নামের দিন মজুরের সাথে কথা বলে যানা যায় বেশি শীতের কারনে কজে আসতে পারেনি অনেকেই। তাছাড়া কাজও খুব একটা নেই।

দিনমজুর সাইদুল বলেন, ‘আমি ভোরবেলায় বাড়ি থেকে কাজের জন্য বাইরে বের হয়েছি। সাইকেল চালিয়ে আসার সময় পেডেল মারার শক্তি পাই না। ঠান্ডায় পা জমে যায়, তারপরও কাজে আসতে হয়।’

এদিকে শীতের পকোপ থেকে রেহাই পেতে গরম কাপড় কিনতে ভিড় জমাচ্ছে দোকান গুলোতে। শুক্রবার মেহেরপুর গরুর হাট সংলগ্ন পুরাতন

কাপড়ের দোকনগুলো উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন-মধ্যবিত্তরা এই সব পুরাতন কাপড়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করছে মোটা কাপড়ের পোশাক।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান জানান, আজ সকাল ৯ টায় মেহেরপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আদ্রতা বেশি থাকাতে শীত অনুভূত হচ্ছে আরো বেশি। আগামী ২-৩ দিনে তাপমাত্রা আরো কমে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আজ আখেরি মোনাজাত, শেষ হবে আঞ্চলিক ইজতেমা

মেহেরপুরের সাবেক সিভিল সার্জন এবং তাবলীগ জামাতের বর্তমান রাজশাহী জেলা আমির ডা. আমিনুল ইসলামের বয়ান ও আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে তিন দিনের আঞ্চলিক ইজতেমা। গত বুধবার ১৩ ডিসেম্বর মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে তিন দিনের এই আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু হয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা থেকে কয়েক হাজার মুসল্লী সমবেত হয়েছেন এবারের ইজতেমা মাঠে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া থেকে ১১ জনসহ ভারত থেকেও কয়েকজন মুসল্লী এসে সমবেত হয়েছেন এই ইজতেমা ময়দানে।

গত বুধবার ফজরের নামাজের পর আম বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিলো ইজতেমার আনুষ্ঠানিকতা। আর আজ শুক্রবার ১৫ ডিসেম্বর আখেরি মজাদার মধ্য দিয়ে শেষ হবে সেই আনুষ্ঠানিকতার।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান জানান, ইজতেমার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিন স্তরের নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছে। র্যাব ও পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকেও পুলিশ কাজ করছে। ইজতেমা মাঠ প্রাঙ্গনে নিরাপত্তা রক্ষায় সার্বক্ষণিকভাবে শতাধিক পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

মুজিবনগরে ৫ কেজি গাঁজা সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মুজিবনগর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করতে থানা পুলিশের নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মুজিবনগরে ৫ কেজি গাঁজা সহ রাজু আহমেদ নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্তের নির্দেশে মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের হীরা ইট ইটভাটার সামনে ইজিবাইকে করে দুইটি মরিচের বস্তার ভিতর করে গাঁজা নিয়ে যাওয়ার সময় মুজিবনগর থানার এস আই সজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সঙ্গীয় এএসআই দরবেশ ফকির এএসআই সোহেল রানা, এএসআই সাখাওয়াত হোসেন ও এএসআই ফারজানা খাতুন সহ থানা পুলিশের একটি টিম মরিচের বস্তার ভিতরে ৪ টি পোটলা থেকে ৫ কেজি গাঁজা সহ মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের ফজলুল হক পিন্টু এর ছেলে রাজু আহমেদকে আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি উজ্জ্বল দত্ত জানান,আটকৃত মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মাদক মামলা রজু করে আগামীকাল তাকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

মুজিবনগর থানার নবাগত ওসির সাথে সাংবাদিকদের সৌজন্য

সাক্ষাৎ

মুজিবনগর থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুজিবনগর উপজেলার সাংবাদিকবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অফিসার ইনচার্জের অফিস রুমে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের (সাবেক) সহ-সভাপতি দৈনিক জবাবদিহি পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের (সাবেক) সাংগঠনিক সম্পাদক ভোরের কাগজ ও মেহেরপুর প্রতিদিনের উপজেলা প্রতিনিধি হাসান মোস্তাফিজুর রহমান (শেরখান), বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সানোয়ার হোসেন ডালিম, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি ফিরোজুর রহমান, দৈনিক সত্য খবর পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি তুহিন, দৈনিক গড়ব বাংলাদেশ পত্রিকার মুজিবনগর উপজেলা প্রতিনিধি জাহিদ হাসান,দৈনিক সকালের সময় প্রত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি আব্দুল খালেক, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার মুজিবনগর প্রতিনিধি শরিফুল ইসলাম, দৈনিক মুজিবনগর টুডে প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন।